ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

SEP. 15 2002

এক শিক্ষক ১৮টি ভার্সিটিতে পড়ান ঃ ডিগ্রীধারীদের সার্টিফিকেট বৈধ নয়

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১০ বছরেও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়নি

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে গতকাল (শনিবার) দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদরা বলেছেন, এদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গত ১০ বছরেও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়নি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যেন মুরগীর ফার্মের মতো রাখা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা চালানোর মতো যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষক না থাকায় বর্তমানে একজন শিক্ষক ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত পড়াচ্ছেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে পড়েছে সব ঢাকাকেন্দ্রিক। কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তান ছাড়া এখানে সমাজের আর কোন শ্রেণী-পেশার মানুষের সন্তানদের পড়াশুনার সুযোগ নেই। অপরদিকে কম্পিউটার সায়েন্স আর এমবিএ-বিবিএ ছাড়া অন্য বিষয় এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই যা বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার বিরোধী। যেসব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট কিংবা সরকারী মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের একটি বিত্তবান অংশ বাধ্য হয়ে কতিপয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে উল্লেখ করে তারা আরো বলেন, এ পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা ডিগ্রী নিয়ে পাস করে বের হয়েছে তাদের কারোরই সার্টিফিকেট আইনগতভাবে বৈধ নয়। কারণ সরকার এখন পর্যন্ত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কেই স্থায়ী সনদপত্র দেয়নি। বক্তারা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে'র (ইউজিসি) নিয়ন্ত্রণ থেকে

৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক গতকাল ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়নি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করে এদের তদারকির জন্য একটি পৃথক এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করেন। তারা বলেন, এদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলোতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চর্চা ও সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ও ব্যাপক সেশনজটের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ধারাবাহিকতায় দেশে এখন ৩৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও ৮টি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু বিগত ১০ বছরেও হাতেগোনা ২/৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কোন কাঠামোর মধ্যেই আসতে পারেনি। ভাড়া বাড়িতে পার্টটাইম শিক্ষক, ধার-কর্জ এনে কেবল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এসব বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। ফলে এদের কাংক্ষিত ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে ওঠেনি। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিবছর এদেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিদেশ গমন ঠেকাতে এবং হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সফল হচ্ছে না। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত মানের কোচিং সেন্টারের রূপ নিয়েছে।

ইউনিভার্সেল নিউজ এজেন্সী (ইউএনএ) ও মাসিক এশিয়া ডাইজেস্টের সহযোগিতায় সৈয়দ আলী আশরাফ সেন্টার ফর ইসলামাইজেশন অফ নলেজ এ্যান্ড এডুকেশনের উদ্যোগে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক। বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথিকৃৎ মরহুম ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ স্মারক আলোচনা হিসেবে আয়োজিত 'বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ঃ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা ও সুপারিশ প্রসঙ্গ' শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভিসি আবদুল মজিদ খান, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ নূরুল ইসলাম, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির অন্যতম উদ্যোক্তা সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এমএম রেজাউল করিম, প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, ষ্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আবদুল হান্নান ফিরোজ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আবাহার উদ্দিন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রফিকুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ডঃ মাহবুব উল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর কে এম মোহসিন, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সচিব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ শামসুল হক, ষ্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মাহবুবুর রহমান, মানারাত ইউনিভার্সিটির ভিসি আহমেদ ফরিদ, ইউনিভার্সেল নিউজ এজেন্সীর প্রধান সম্পাদক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক কবি ইশারফ হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেন, বর্তমান অবস্থায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য পৃথক একটি এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন জরুরী হয়ে পড়েছে। এই কাউন্সিল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণ করবে এবং স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা নেবে। রাজধানীকেন্দ্রিক না হয়ে ঢাকার বাইরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এ জন্য প্রয়োজনে আইনের সংশোধন করে ৫ কোটি টাকা জামানতের বিষয়ে ছাড় দেয়া হবে। তিনি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিক ছাত্র বেতন কমিয়ে এনে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। সভাপতির বক্তৃতায় বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, সঠিক হিসেব করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় বাজেটের পাশাপাশি আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে উন্নত দেশের মতই অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষার মান রক্ষা হচ্ছে না বলে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না।